আমাদের সময়

তারিখ 12 NOV 2015
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৭

শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ সময় হবে ১২শ ঘণ্টা

এম এইচ রবিন ●

'জাতীয় শিক্ষক শিক্ষা কাউন্সিল আইন-২০১৫' প্রণয়ন করছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এতে দেশের শিক্ষক শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রের জন্য কার্যকর গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ কাঠামো প্রণয়ন ও প্রবর্তন করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা জানান, মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করে শিক্ষক ও শিক্ষার গুণগত মান অর্জনের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এজন্য একটি আইনের খসড়া তৈরি করা হয়েছে।

প্রস্তাবিত জাতীয় শিক্ষক শিক্ষা কাউন্সিল আইন-২০১৫

নাম প্রকাশ না করার শর্তে ওই কর্মকর্তা আরও জানান, এ আইনের আলোকে একটি শিক্ষক শিক্ষা কাউন্সিল গঠিত হবে। শিক্ষক প্রশিক্ষণ উন্নত করে শিক্ষার মানোন্নয়ন করাই এ কাউন্সিলের উদ্দেশ্য। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে শিক্ষার একটি পরিমিত মান অর্জনের জন্য এ উদ্যোগ। বিষয়টি এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে আছে। চূড়ান্ত হলে বিস্তারিত জানা যাবে। জানা গেছে, আইনের খসড়া অনুযায়ী শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ/ইনস্টিটিউটগুলোতে প্রশিক্ষণের সময় হবে ১২শ ঘণ্টা।

মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলেন, শিক্ষকদের বিএড প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহারিক ক্লাস বেশি প্রয়োজন। এ কাউন্সিলের মাধ্যমে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজগুলোকে আরও উন্নত প্রশিক্ষণ দিয়ে শিক্ষার মানোন্নয়ন করা হবে। কর্মঘণ্টা ঠিক করা থাকলে সারা দেশে শিক্ষকদের মান একই হবে বলে মনে করছেন তারা।

সূত্র জানায়, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে সরকারি-বেসরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট। বর্তমানে সরকারি-বেসরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটগুলোর জন্য প্রশিক্ষণের সুনির্দিষ্ট কর্মঘণ্টা ঠিক করা নেই। খসড়া আইনের আলোকে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের জন্য আপাতত কাজ করবে এ কাউন্সিল। এ সংক্রান্ত বিষয়ে মন্ত্রণালয়

এরপর পৃষ্ঠা ৯, কলাম ৬

শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ সময় হবে ১২শ ঘণ্টা

(শেষ পৃষ্ঠার পর) একটি বৈঠকে আইনের খসড়ার ওপর আলোচনা হয়েছে। আগামী ৩০ নভেম্বরের মধ্যে মতামত গ্রহণ করা হবে। এরপর একটি কর্মশালার আয়োজন করে মতামত দেবেন সংশ্লিষ্টরা। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরশিক্ষণে প্রশিক্ষণের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে আলোচনায়। জাতীয় কাউন্সিল কর্মঘণ্টা চেক করতে পারবে। কাউন্সিলের জন্য জনবল ও অবকাঠামো বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে খসড়া আইনে।

এতে দেশের সব সরকারি-বেসরকারি শিক্ষক শিক্ষা প্রশিক্ষণ কার্যক্রম/কোর্স পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য সমভাবে প্রযোজ্য একই ধরনের জাতীয় প্রমিতমান নির্ধারণ এবং বাস্তবায়নের কথা বলা হয়েছে।

শিক্ষক শিক্ষা/প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের গুণগত মান নিশ্চিতকল্পে কার্যকর কোয়ালিটি কন্ট্রোল মেকানিজম উদ্ভাবন এবং জাতীয়ভাবে নির্ধারিত প্রমিতমানের নিরিখে শিক্ষক শিক্ষা/প্রশিক্ষণ কার্যক্রম/কোর্স পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের নিজ নিজ কার্যক্রম/কোর্স যথাযথভাবে পরিচালনা করছে কিনা তা নিয়মিত ও ধারাবাহিকভাবে পর্যবেক্ষণ, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করবে কাউন্সিল। এছাড়া সব শিক্ষক শিক্ষা/প্রশিক্ষণ কার্যক্রম/কোর্স পরিচালনাকারীদের মধ্যে প্রয়োজনীয় সমন্বয় ও নেটওয়ার্কিং-লিংকেজ স্থাপন করার কথাও বলা হয় খসড়ায়।